## ফাসেক সিরিজ-৮

## আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু

## বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

**আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: পবিত্র কোরআনের বর্ণনা অনুসারে কারা ফাসেক**

১. এভাবেই **ফাসেকদের** উপর তোমার প্রভুর বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না।

**كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوٓاْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ**

**এভাবে সমস্ত অবাধ্য লোকদের সম্পর্কে তোমার রবের এই কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, তারা ঈমান আনবেনা। (১০:৩৩)**

২. আমি যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করে দেয়ার ইচ্ছা করি, তখন উহার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকাজ করার আদেশ করি, কিন্তু তারা **ফাসেকী** সেখানে অসৎকাজ করে; অতঃপর জনপদের প্রতি শাস্তি (দণ্ডাজ্ঞা) ন্যায়সংগত হয়ে যায় এবং আমি জনপদকে সম্পূর্ণরূপে বিধস্ত করে দেয়।

**وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا**

**যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎ কাজ করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কাজ করে। অতঃপর ওর প্রতি দন্ডাজ্ঞা ন্যায় সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি ওটাকে সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত করি। (১৭:১৬)**

**সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: এ স্থলে أَمَرْنَا শব্দটির অর্থ أَمَرْنَا بِالْخَيْرِ সৎকর্ম করিতে আদেশ করি।**

**কাশশাফ (নোট ৮৯৬ আল কুরআনুল কারিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন)। الْقَوْلُ অর্থ দণ্ডাজ্ঞা।**

**(নোট ৮৯৮ আল কুরআনুল কারিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন)**

৩. আল্লাহর নির্দেশে ইবলিস ব্যতীত সমস্ত ফেরেশতা আদমকে সেজদা করেছিল। ইবলিস **ফাসেকী** করে আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিল।

**وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُواْ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا**

**এবং স্মরণ কর, আমি যখন মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বলেছিলামঃ তোমরা আদমের প্রতি নত হও। তখন সবাই নত হল ইবলীস ছাড়া; সে জিনদের একজন, সে তার রবের আদেশ অমান্য করল; তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ? তারা তো তোমাদের শত্রু; সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা। (১৮:৫০)**

৪. লুতের কওমের উপর আল্লাহ শাস্তি নাযিল করেছিলেন এবং ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তারা সমকামিতায় লিপ্ত ছিল। তারা ছিলো **ফাসেক কওম।**

**وَلُوطًا ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِى كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَٰٓئِثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَٰسِقِينَ**

**এবং লূতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান, আর তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ হতে যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কাজে। তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়; সত্যত্যাগী। (২১:৭৪)**

৫. যারা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি (ব্যাভিচার) অপবাদ আরোপ করে, তার পর ৪ জন সাক্ষী হাজির করতে ব্যর্থ হয় তাদেরকে ৮০ টি বেত্রাঘাত করো এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। কারণ **তারা ফাসেক।**

**وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ**

**যারা সতী-সাধ্বী রমনীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী হাজির করেনা, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেনা; তারাই সত্যত্যাগী। (২৪:৪)**

৬. যারা ঈমানদার ও সৎকর্ম করবে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ায় কর্তৃত্ব দান করবেন, তাদেরকে নিরাপত্তা দিবেন। তখন তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। তবে এরপরও যারা কুফরী করবে **তারা ফাসেক।**

**وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ**

**তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন; তারা আমার ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন শরীক করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাতো সত্যত্যাগী। (২৪:৫৫)**

৭. তারা (ফেরাউন ও তার অনুসারীরা) অবশ্যই **ফাসেক কওম।**

**وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ فِى تِسْعِ ءَايَٰتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَٰسِقِينَ**

**তোমার (মুসার) হাত তোমার বক্ষপার্শ্বে বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও। এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্দোষ হয়ে; এটা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত; তারাতো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। (২৭:১২)**

**সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:** অধিক জানার জন্য ২ ০:২২ এবং ২৮:৩২ আয়াত দুটি পড়ুন।

৮. ফেরাউন ও তার অনুসারীরা **ফাসেক কওম।**

**اسْلُكْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَٰنِكَ بُرْهَٰنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَٰسِقِينَ**

**তোমার (মুসার) হাত তোমার বগলে রাখ, ওটা বের হয়ে আসবে শুভ্র সমুজ্জ্বল নির্দোষ হয়ে। ভয় দূর করার জন্য তোমার হস্তদ্বয় তোমার উপর চেপে ধর। এ দু'টি তোমার রাব্ব প্রদত্ত প্রমাণ, ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের জন্য। তারাতো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। (২৮:৩২)**

**সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা:** অধিক জানার জন্য ২৭:১২ আয়াত পড়ুন।

৯. আমরা এই জনপদবাসীর (লুতের কওম) উপর আসমান থেকে আযাব নাযিল করবো **তাদের ফাসেকীর কারণে।**

**إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ**

**আমরা এই জনপদবাসীর উপর আকাশ হতে শাস্তি নাযিল করব, কারণ তারা ছিল পাপাচারী। (২৯:৩৪)**

১০. যে ব্যক্তি মুমিন, সে কি **ফাসেকের** সমতুল্য? না, তারা সমান হয়।

**أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ**

**তাহলে কি যে ব্যক্তি মু'মিন হয়েছে সে পাপাচারীর ন্যায়? তারা সমান নয়। (৩২:১৮)**

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এখানকার ১০ টি আয়াতে এটা সুস্পষ্ট কারা **ফাসেক। আমরা ফাসেক হতে চাই না। আমরা মুমিন/মুত্তাকী/ মুহসিন বান্দাহ হতে চাই।** আসুন, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পথে নিজেরা নিজেদের জীবন পরিচালিত করি, পরিবার পরিজন, পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন ও অন্যদেরকে এ পথে চলার জন্য আহবান করি। আল্লাহ আমাদের হেদায়েত দান করুন।

**আমীন**

**আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ**

**Click here:** http://www.morningbrightness.fi/

**Click here:** https://www.youtube.com/@morningbrightness603